ধারণা করা যায়? এ ধরনের নানা প্রশ্ন আমাদের মনকে নাড়া দেয়। আবার মহান একীভূত তত্ত্ব (GUT) বা সার্বিক একীভূত (TOE) তত্ত্বের স্বপক্ষে এখনও পরীক্ষণলব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলেনি, স্থূলজগৎ ও অণুবীক্ষণিক জগৎ নির্বিশেষে আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক মেল-বন্ধন আমরা এখনও ঘটাতে পারিনি; মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে কোন স্বয়ম্ভু স্রষ্টার ভূমিকার আদৌ অত্যাবশ্যক কিনা, এর সম্ভাব্যতাই বা কতটুকু, আর সম্ভাবনা থাকলে ঠিক কোনও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন তার জন্য অপরিহার্য- ইত্যকার প্রশ্নগুলোর জবাব বিজ্ঞানীদের হাতে বর্তমানে নেই। এ ধরনের প্রান্তিক প্রশ্নগুলো হয়ত সাময়িকভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে অনন্ত প্রহেলিকার মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন কি করে প্রহেলিকা কাটাতে হয়, কীভাবে মানুষকে আলোকিত করতে হয়। যুগ যুগ ধরে আমরা তাই দেখে এসেছি। সেজন্যই তারা আলোর প্রদীপ হাতে চলা আঁধারের যাত্রী। বিজ্ঞানীদের এই নিবিড় সাধনায় ঈশ্বরের 'অলৌকিত্ব', কিংবা সাঁইবাবা অথবা সাঈদির মতো ঐন্দ্রজালিক ব্যবসার কোনও স্থান নেই, নেই এমন কি বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত ঈশ্বর-বিশ্বাস বা অবিশ্বাসেরও স্থান। সত্যিকার বৈজ্ঞানিকের কাজ হলো স্বমেধা উৎক্ষরিত তত্ত্ব, মডেল আর পরীক্ষণের ভিত্তিতে মহাবিশ্ব ও প্রকৃতির রহস্যকে অনুধাবন করা-- সত্যকে উদ্ঘাটিত করা।

আমার এই ছোট বইটি শেষ করতে চাই একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করে। ঘটনাটি পড়েছিলাম বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহার 'হিন্দু ধর্ম-বেদ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি চিত্তাকর্ষক বাদানুবাদ থেকে। বর্ণিত ঘটনাটি এরকম ঃ

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লাপ্লাস তার সুবিখ্যাত Mechanique Celesteí গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষিত সকল গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দান সম্ভব। তিনি যখন গ্রন্থটি নেপোলিয়নকে উৎসর্গ করার জন্য অনুমতি চাইতে গেলেন, তখন নেপোলিয়ন রহস্য করে বলেন ঃ

'মসিঁয়ে লাপ্লাস, আপনি আপনার বইয়ে বেশ ভালভাবেই মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের চালচলন ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমি দেখলাম আপনি কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি। আপনার মডেলে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? লাপ্লাস উত্তরে বললেন,

Monseigneur, jen' avais pas besoin de tel hypothese অর্থাৎ- Sire, I have no need of that hypothesis. (এই অনুকল্পের কোনও প্রয়োজন আমার কাছে নেই)।[২৫]

(সমাপ্ত)

1. 390 B.C., Xenophon, Gk. historian, quotes Socrates, "With such signs of forethought in the design of living creatures, can you doubt that they are the work of choice or design?"

2. Natural Theology ; Evidences of the Existence and Attributes of the Deity. Collected from the Appearances of Nature, William Paley, Lincoln-Rembrandt Pub.; 12th edition (August 1, 1986)

3. http://www.shodalap.com; http://www.banglaamar.com

4. The Blind Watch maker: Why the Evidence of Evolution reveals a Universe without Design, Richard Dawkins, W. W. Norton & Company (1966).

5. হিন্দু শাস্ত্রে এ ধরনের কারিগরের একটি তালিকা রয়েছে- এদেরকে বলা হয় 'নবশাখ'; বাংলায় এ ৯ জাতি সম্পর্কে যে ছড়াটি প্রচলিত তা হলো:

'তিলিমালী তাম্বুলী গোপনাপিত গোছালী
কামার কুমার পুতুলী ইতি নবশাখাবলী।'

অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নবশাখ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

তার মাঝে মালাকার তাঁতি কর্ম্মকার।
শঙ্খকার কুম্ভকার আর কাংস্যকার।।
.. .. ..
সূত্রধর চিত্রকর আর স্বর্ণকার।
ব্রহ্মশাপে নিপতিত ওহে গুণাধার।।

(রেফারেন্স: আদি বাঙালি ঃ নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অজয় রায়, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১৮৭)। হিন্দুধর্মে একজন মহাকারিগর রয়েছেন, তিনি বিশ্বকর্মা।

6.AparthibZaman, Who created you? "http://humanists.net/aviji t/article/who_created_you_aparthib.html, Mukto-mona Web site (www.mukto-mona.com).

৭. যেমন আর্য নামে পরিচিত প্রাচীন কৌম জনগোষ্ঠী বেদে 'অগ্নি' দেবতার কল্পনা করেছিলেন।

৮. বার্টান্ড রাসেল সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প চালু আছে। তিনি একবার সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ গ্রহরাজী পরিভ্রমণ করছে এবং সূর্য কীভাবে আমাদের ছায়াপথে ঘুরছে তা নিয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে এক বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'এতক্ষণ তুমি যা বলেছ- সব বাজে কথা। পৃথিবী আসলে সমতল, আর রয়েছে একটি বিরাট কচ্ছপের উপর।' রাসেল হেসে বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'কচ্ছপটা তাহলে কার উপর দাঁড়িয়ে আছে ?' বৃদ্ধার জবাব, 'ছোকরা, তুমি খুব চালাক তবে জেনে রেখ কচ্ছপটার তলায় আরেকটা কচ্ছপ, আর ওটার তলায় আরেকটা - এভাবে পরপর সবই কচ্ছপ রয়েছে। এ এক অনন্ত অনুক্রম!

9. পরিশিষ্ট-১ (পর্ব ৭) দেখুন।

১০. ঈশ্বর, নতুন মানব সমাজ (প্রবন্ধ সংকলন), রাহুল সাংকৃত্যায়ন, (অনুবাদ: শম্ভুনাথ দাস), বুকস অ্যান্ড পিরিয়ডিকালস, কলকাতা, বাংলা ১৩৭৫, ১৯৬৮ পৃ: ২৮। মূল গ্রন্থটি ১৯৩৯ সালে জেলখানা থেকে 'তুমহারি ক্ষয়' নামে হিন্দীতে লেখা।

11. Stephen Hawking , Breakdown of Predictability in Gravitational Collapseí, Physical Review D 14, 2460 (1976).

12. Quentin Smith, Philosophy 71(1997),125-32

13. A Designer Universe?, Steven Weinber, http://www.physlink.com/Education/essay_weinberg.cfm

14. God and the New Physics, Paul Davies, J.M. Dent & Sons, London, 1983, p 162

15. Is the Universe a Quantum Fluctuation, E. P. Tryon, Nature 246(1973), 396-97

16. My World Line: My world line; an informal autobiography, George Gamow, Viking, New York, reprinted 1970; Also see: Inflation for Beginners, John Gribbin, "http://aether.lbl.gov/www/science/inflation-beginners.html

১৭. ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত 'কাসিমির এফেকট' গ্রন্থে ডাচ পদার্থবিদ হেনরিখ কাসিমির এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে মার্কস স্প্যার্ণে, স্টিভ লেমোরাক্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়।

18. The Edges of Science, Richard Morris, New York, Prentice Hall, 1990, p25

19. Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam, paper back ed. 1988, p. 136

20. (David Atkatz and Heinz Pagels, Origin of universe as Quantum Tunneling effect, Physical review D25 (1982): 2065-73 S.W. Hawking and I.G.Moss, Supercolled Phase Transitions in the very early Universe, Physics letters B110(1982) ; 35-38 Alexander Vilenkin, Creation of Universe from Nothing, Physics letters 117B (1982) 25-28 Andre Linde, Quantum creation of the inflammatory Universe, Letter Al Nuovo Cimento 39(1984):401-405 ইত্যাদি।

২১. যেমন উদাহরণস্বরূপ সহজ ভাষায় লেখা জনপ্রিয় ধারার প্রবন্ধের জন্য Halliwell, Jonathan J, Quantum Cosmology and the Creation of the Universe, Scientific American 265 (December 1991): 76 দেখুন।

22. Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe, Victor J. Stenger, Prometheus Books (2003) .

23. A Designer Universe?, Steven Weinberg, "http://www.physlink.com/Education/essay_weinberg.cfm

24. A lecture by Richard Dawkins extracted from The Nullifidian (Dec94) "http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Dawkins/Work/Articles/1994-12religion.shtml

২৫. আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম ঃ অনিলবরণ রায়ের সমালোচনার উত্তর, মেঘনাদ সাহা, মেঘনাদ রচনা সংকলন (শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), পৃষ্ঠা ১২৭-১৬৯, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, ১৯০৮ শকাব্দ (২য় সংস্করণ)।